গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা

"বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন"

২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	১২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংস্থা প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তিনি আন্তরিকতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

৩.০ আলোচনাঃ

সভার শুরুতে গত ২২.১১.২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী না থাকায় সেটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'তে অন্তর্ভুক্ত ২১টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়ন) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৪৫৩৫.০০ লক্ষ (জিওবি: ৭৩৩২৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৯২৭৪.২৭ লক্ষ (জিওবি: ২৮০৬২.২৭ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৮২৮২.৮২ লক্ষ (জিওবিঃ ১৪৪৯৯.৮২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ১২১২.০০ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ২৫৭১.০০ লক্ষ) টাকা যা জিওবি বরাদ্দের ২৪.৫৩%। জাতীয় গড় অগ্রগতি ২৪.২৫% (খসড়া)।

৩.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড়ের বিল দাখিল হলে হিসাবরক্ষণ অফিসে অথরাইজেশন পেতে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। হিসাবরক্ষণ অফিসার জানান, বিল পাশ করা হচ্ছে। তথ্যাদি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার থাকলে অথরিটি দিতে বিলম্ব হয়না। সচিব মহোদয় অর্থ উত্তোলণের ক্ষেত্রে যাতে অযথা বিলম্ব না করা হয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত: বিল অথরাইজেশনে যাতে দেরী না হয় সে বিষয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ কর্মকর্তা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

বিভাগ:

১.০ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প:
প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১২৭.৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৬৮০.৪০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৩২%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২অর্থ বছরে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ
১।ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১,২৪৭টি'র বিপরীতে-অর্জন ৪০টি।
খ) সদস্য অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৯৬,৯৫০ জনের বিপরীতে-অর্জন ৭৪১৫ জন।
গ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা ২,৪৬,৫৬৬ জনের বিপরীতে-অর্জন ৫০,৫৩৮ জন।
২) ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৩) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
৪) প্রকল্প সংশোধনের জন্য ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২৪২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তন্মধ্যে ইউসেপে ১৩০ টা, ব্রাকে ২৪টা, টিটিসিআরে ১৫টা ব্যাচে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরো বলেন আরএডিপিতে চাহিত বরাদ্দের পরিমাণ ৫০৯৮.০০ লক্ষ টাকা যা খরচ করা যাবে। সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণ মনিটরিং করার অনুরোধ জানান। তিনি একই সাথে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ এর প্ল্যানিং করার নির্দেশনা দেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন প্রশিক্ষণ ফেব্রুয়ারি এর প্রথম সপ্তাহে থেকে শুরু হবে। এ লক্ষ্যে ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিপিডিদেরকে প্রশিক্ষাণার্থী নির্বাচনের জন্য বলা হয়েছে। সভাপতি করোনা পরিস্থিতিতে কি হবে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, এগুলো হাতে কলমে প্রশিক্ষণ; অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্ত:
১) ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
২) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):
২.০ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৩০৩১.৯০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৯৪.৫৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৩%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে পরবর্তীতে থোক হতে বরাদ্দ পাওয়ায় বর্তমানে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১৫৫২.০০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৩.৭৫ লক্ষ টাকা তবে এখনো পর্যন্ত উক্ত অর্থ ব্যয় হয়নি। তবে বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) সমিতি/দল গঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫ টির বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৬০৫ টি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২৫টির বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ৫টি। খ) সদস্যভুক্তিঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৮৯৮১ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১২২০ জনের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ২৩৭ জন। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৬৯৬০ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৬৮০ জনের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ০ জন। ঘ) মূলধন গঠনঃ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন ১১১.০০ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৬.৬৫ লক্ষ টাকা। ঙ) ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ঋণ আদায় ৯৭০.৮২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ঋণ আদায় ৩৭.৭৭ লক্ষ টাকা। (চ) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ১টির বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা হবে। (২) ঠিকাদার কর্তৃক ওয়ার্কপ্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে এবং ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন হিসাব রক্ষণ অফিসে অর্থ ছাড়ের জন্য অর্থ বিভাগের জি.ও চাওয়া হয়েছে। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বলেন, নিয়মিত প্রকল্প এর অর্থ ছাড়ের জন্য আইবাসে পোস্টিং দেয়া থাকলে সেক্ষেত্রে বিলম্বের সুযোগ নেই। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন, বিল ছাড়ে বিলম্ব হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। সভায় উপস্থিত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসাব রক্ষণ অফিসে বিল দাখিল হলে সরাসরি সিএফএও অথবা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে জানানোর অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক বলেন ১৫৫২.০০ কোটি টাকা এডিপিতে বরাদ্দ তন্মধ্যে ৪কোটি টাকা সারেন্ডার করা হয়েছে আরএডিপিতে। ২য় কিস্তির চেক এখনো না পাওয়ায় খরচ হয়নি।মূলধন খাতে ২১৩ কোটি ১ম কিস্তিতে পাওয়া গেলেও খরচ হয়নি। ২য় কিস্তিতে রাজস্ব খাতে টাকা পাওয়া গেলে প্রশিক্ষণ ও বেতন খাতে অর্থ খরচ হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক।

৩.০ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৪৭৮৭.৫২ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৪৮৪.০৬২ লক্ষ টাকা। যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৪৮.৫০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ২৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৮%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ টির বিপরীতে অর্জন ৬৪৮ টি।

(খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতে অর্জন ২৯৭৪৩ টি।

(গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতে অর্জন ৬৫০ টি।

(ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে অর্জন ৩২৫২টি।

(ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১৩৩৬২০ জনের বিপরীতে অর্জন ২২১৪০ জন।

(চ) ভিডিসি স্কীম: লক্ষ্যমাত্রা ৪১৬০ টির বিপরীতে অর্জন ১৬০০ টি।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।প্রকল্প পরিচালক বলেন ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ৬০ কোটি থাকলেও আরএডিপিতে ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৩০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে তন্মধ্যে ১৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অগ্রগতির হার ৫০%।

সিদ্ধান্ত:

১) আগামী সভার পূর্বে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য স্কীমের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে স্কীমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক

৪.০ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৩৭৫.১৪ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯৯৩.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৬১.৫৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬৪.০৬ লক্ষ টাকা যা ছাড়কৃত অর্থের ৪০% এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৫% বছরের বাস্তব

অগ্রগতি ৪১%।
প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:
ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা: ৭১০টি জন, অর্জন ৬৫৬টি।
খ) পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন লক্ষ্যমাত্রা: ১০টি, অর্জন ০৬টি।
গ) ঋণ বিতরণ: (জন) লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ জন, অর্জন ৩২৩০ জন।
২। অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি:
ক) পুঁজি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৬০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৪২.১০ লক্ষ টাকা।
খ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী পল্লী, পোল্ট্রি ভিলেজ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ভিলেজ, কাঠ পল্লী, বাঁশ ও বেত পল্লী, হাঁস পল্লী, দুগ্ধ পল্লী, হোসিয়ারী পল্লী স্থাপন করা হয়েছে।
(গ) প্রকল্পের আওতাভূক্ত সকল সদস্য এবং আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
(ঘ) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
প্রকল্প পরিচালক জানান, মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আরএডিপি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা চাহিদা দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনসহ মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) বৃদ্ধি পূর্বক আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৭২৭৬.৫০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৯৩০.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৪% (জুন-২০২১ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের ৯৫%) এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৭৬৮.১৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪২% (অর্থ অবমুক্তির ৪৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৮% (অর্থ বছরের)।
প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:
ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ৫১২০০ জন, অর্জন ৪৯৯৭৩ জন (৯৭%)।
খ) সদস্য অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৩৬০ জন, অর্জন ১৯৩৭২জন (৪০%)।
গ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১২৮০ টি-অর্জন ৯৯৩টি (৭৭%)।

ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ জন, অর্জন ৯৯৪০ জন (৪৭%)।
ঙ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৪১.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৯১৩.৪২ লক্ষ টাকা (৬৪%)।
চ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ১৭৯৮.১৩ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৭২২.৭৯ লক্ষ টাকা (৯৫%)।
ছ) প্রদর্শণী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন ১৪৪৭ টি (৪৭%)।
জ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা,অর্জন ৩৬৭.২১ লক্ষ টাকা (৪০%)।
ঝ) বীজ ও চারা বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জন, অর্জন ১৩০৯১ জন (৮৬%)।
২য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় সন্তোষজনক, সচিব মহোদয় উপজেলা ভিত্তিক ঋণ বিতরণের বিষয়টি জানতে চান। সভাপতি উৎপাদন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডাটা/তথ্যের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ এলাকা নির্ধারণের নির্দেশনা দেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ নিয়ে চাষীরা পাহাড়ী এলাকায় আদা চাষ করে লাভবান হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) ঋণ বিতরণ এলাকা চূড়ান্তকরণের পূর্বে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮৩১.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২২২.৭৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৩২.৫৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১. মহিলা সমিতি/দল ও কিশোরি সংঘ গঠন: লক্ষ্যমাত্রা: ৩১৮টি, অর্জন ২০টি ।

২. সদস্য অন্তর্ভুক্তি (মহিলা ও কিশোরী): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০.৮০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৭০ লক্ষ টাকা।

৩. সঞ্চয় (মহিলা ও কিশোরী সদস্য): লক্ষ্যমাত্রা ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১০৬১.৪৫ লক্ষ টাকা।

৪. প্রশিক্ষণ (মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারী): লক্ষ্যমাত্রা ৮৫২০ জন, অর্জন ৩১৭ জন।

৫. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১০৬১.৪৫ লক্ষ টাকা।

৬. উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৩০০.০০ লক্ষ, অর্জন ১০০.০০ লক্ষ টাকা।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পল্লী উন্নয়ন ও সমায় বিভাগ সভায় প্রকল্পের জনবলের বিষয়টি জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় ডাটা বেইজ করা হচ্ছে। ঋণ বিতরণের জন্য হাইস্কুল নির্বাচন করা হয়েছে। স্কুল নির্বাচনে মাউশির সম্মতি পেলে কাজ শুরু করা হবে। সমিতি গঠন হয়েছে। ১২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ হয়েছে। সভাপতি ৯ তলা ভবন নির্মাণের জন্য এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের দ্বারা কাজ করাতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেন।প্রকল্প পরিচালক বলেন ড্রয়িং ডিজাইন করা হয়েছে। কাজ করার সময় PWD, LGED এর পরামর্শ নেয়া হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ এ বিষয়ে ডিপিপি'তে কি প্রভিশন আছে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, কনসালটেন্ট এর ফি'র বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে ৯ তলা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৭.০ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের মূল এডিপিতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। তবে থোক হতে ১৪২২৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় পল্লী জীবিকায়ন পল্লী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। আরএডিপিতে ২৮৪.০০ কোটি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সচিব মহোদয় জনবল ও অডিট এর বিষয়ে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, শীঘ্রই অডিট শুরু করা হবে। মহাপরিচালক, (বিআরডিবি) বলেন, কর্মসূচীর জনবলকে এ প্রকল্পের কাজে লাগানোর জন্য ৩০০ টাকার বন্ড নেয়া হবে। আঞ্চলিক ও বিভাগীয় অফিসের জনবল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিআরডিবির উপপরিচালকদের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে জনবল চূড়ান্ত করা হবে। তারপর টাকা দেয়া হবে। অডিট জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহে শুরু হবে। ৩টি স্পেশাল অডিট টীম ঠিক করা হয়েছে। সচিব মহোদয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট রিপোর্ট নেয়ার নির্দশনা দেন।

সিদ্ধান্ত:

১. প্রকল্পের/কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে জনবলের অবস্থান ও কোন্ উপজেলায় কত টাকা হস্তমজুদ রয়েছে সে সম্পর্কে (উপজেলা ভিত্তিক) ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

সমবায় অধিদপ্তর:

৮.০ "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়

কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬১৮.৩৮ লক্ষ টাকা। অদ্যাবধি কোন ব্যয় হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ৬১০ জনকে চেক বিতরণের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৬টি সমিতিকে এ কারণে নিবন্ধন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইবাসের সমস্যার কারণে এখনো পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়নি। এ সমস্যা নিরসন হয়েছে। এ মাসেই খরচ হবে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে। প্রকিউরমেন্টের প্রসেস শেষ হয়েছে। জরীপের তথ্য ১৭০০ এর মত এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। সভাপতি ২৭-২৯ জানুয়ারির মধ্যে চেক বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের অনুরোধ জানান। ২/১ দিনের মধ্যে বিলের অথরাইজেশন দিতে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) জানুয়ারি মাসের ২৭ থেকে ২৯ তারিখের মধ্যে চেক বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) প্রকল্পের বিলের অথরাইজেশনের বিষয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ কর্মকর্তা দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

৩) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) জরিপ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে এন্ট্রি দিতে হবে এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৫) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।

৯.০ ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৪ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে ‘নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক)’ এর জিওবি বাবদ রক্ষিত অর্থ হতে ৯১৯.০০ লক্ষ (রাজস্ব ৫৬৬.০০ ও মূলধন ৩৫৩.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৫৯.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, আইবাস এর জন্য নতুন কোড পরিবর্তনের বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। ৩ মাসে যা খরচ হয়েছে সেটা বিল পেলে পরিশোধ করা হবে। সে ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভালো হবে। সমিতি নিবন্ধন হলে ১৫ শতক করে জায়গা দেয়া হবে। ৮টি এলাকায় জমি পাওয়া গেছে। বেইজ লাইন সার্ভে ও পরামর্শ নিয়োগের জন্য EOI জারী হয়েছে। আগামী মাসে প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। নির্মাণ কাজের বিষয়ে এলজিইডি কে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পত্র দেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত:

১)অর্থ ছাড়ের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ কর্মকর্তা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

২) প্রতিটি গ্রামে গিয়ে অংশীজনের সভা আহবান করত: প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে গ্রামবাসীকে অবহিত করতে হবে।

৩) সমিতি গঠনের পর কমিউনিটি ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহবান করতে হবে।

৪) প্রকল্পের আওতায় বেইজ লাইন সার্ভের জন্য কনসাল্টিং ফার্ম দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।

৫) ভবন নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগে (LGED) পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড):

১০. বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত

সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৯৮.৩৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫৫৯.৮৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-৯০.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ২০২১ এর ডিসেম্বর, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৫৪১.৮৫ লক্ষ টাকা। যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৮৩.০৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক. হোস্টেল নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩১৭.৪৩ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ১০০%।

খ. কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৮৬.৩৬ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৬.৬৭% ও ১০০%।

গ. স্কুল ভবন নির্মাণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৭.৭৭% ও ১০০%। স্কুল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. অটোমেশন: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৯৫.০০লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪৭.১৫ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯০.৩৩% ও ১০০%।

ঙ. এক্সটার্নাল কাজ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৭৯.৯২ লক্ষ টাকা, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৫.২১% ও ১০০%। (১) হোস্টেল ও লিফটের হ্যান্ডওভার হয়ে গেলে উদ্বোধন করা হবে।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লিফট কমিশনিং এর বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনের অনুরোধ জানান। Warrenty period এর পর মেইনটেন্যান্স এর বিষয়ে স্থানীয় ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে বছর ভিত্তিক চুক্তি করার পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত:

১) ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন দ্রুত বুঝে নিতে হবে।

২) হোস্টেল ভবনের লিফটের কমিশনিং এর বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। লিফটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬২০.০২ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.৭৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৪০৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. ১ম কিস্তির অবশিষ্টাংশ ৮৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ২য় কিস্তির ১০২৩.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০৪৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা (২৩.৮১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

বিটুমিনাস রাস্তা কার্পেটিং লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫ কি.মি ,অর্জন ৫.০ কি.মি(৭৭%); এবং ওয়াকওয়ে লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ বর্গমিটার অর্জন ৩৫০ বর্গমিটার (৪০%)। ৪নং হোস্টেলের টাইলস এবং ওয়াশরুম সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪০%। বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ও পুন:নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৭৭ বর্গমিটার অর্জন ৩৯০০ বর্গমিটার (৭০%)। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে Creativity Limited ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফার্ম লনটেনিস কোর্ট, আধুনিক ওয়াশরুম, আধুনিক রান্নাঘর, ২টি পুকুর পাড় বাধাইকরণ, ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও হোস্টেল অভ্যর্থনা অফিস বিষয়ক কাজের প্রাথমিক ড্রইং ডিজাইন সম্পন্ন করেছে। ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এর জন্য কনসালটেন্সি এর জন্য কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগের নিমিত্তে ডিকন ডিজাইন স্টুডিও ফার্ম ঢাকা-কে NoA প্রদান করা হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ চুক্তি সম্পদান করা হয়েছে।বর্তমানে সার্ভের কাজ চলমান। প্রকল্প কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মাণ; এবং পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন কম্পোনেন্টের e-GP-তে টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করে NoA দেয়া হয়েছে। গত ২১ ডিসেম্বর, ২০২১ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গত ০৭.১২.২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের ১ম স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক (০১) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) কনসালন্টিং ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা ও ২) প্রকল্প পরিচালক।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:

১২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ১৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৬৩% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি-৪৩.২৪%। প্রকল্পটি মোট জিওবি ২১৪১৯.৭২ লক্ষ টাকা, প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮১০.২০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৮.১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৫.৭৯%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১) বিগত ১১ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি: এ ইউএনও এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক রংপুরে ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য ২৭২ জনের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ১৩ জনের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। আরএডিপি'তে বরাদ্দ কম চাওয়া হবে। রংপুরে মেইনগেট, প্রাচীরের কাজ ৬০% হয়েছে, সংযোগ রাস্তা ৮০% হয়েছে। বগুড়ায় কাজ চলছে। গোপালগঞ্জে ও কাজ শুরু হবে। তবে বিএমটিএফ ঠিকমতো কাজ করছে না। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, নির্বাচিত বরাদ্দ গ্রহীতাদের ফ্ল্যাটের দাম বাড়ানোর বিষয়টি অবহিতকরণসহ ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র প্রদানের বিষয়ে কাজ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএফডিএফ বলেন, বিএমটিএফ এর সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে সভা করে সভার কার্যবিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে।

২) চলতি বছরের মার্চের ২৫ অথবা ২৬ তারিখ পল্লী জনপদ প্রকল্পের রংপুর সাইট উদ্বোধনের লক্ষ্যে সমিতি গঠনসহ আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

৩) প্রকল্পের, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ সাইটের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএমটিএফ এর সাথে পুনরায় সভা করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৩. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ছিল ১১৭২৭.৭০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৫৪.২৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৩.০৬% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.১৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৫৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং ৫১১.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৮.৮৮%। নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২০৪৯.৯০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৬.৬২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.১৫%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন:
১.প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ২০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। ২) ৩য় কিস্তির টাকা পেলে বিল দেয়া হবে। ৩) জুনে প্রকল্প শেষ হবে। এবং একাডেমীর নাম "শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমী" নামকরনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

সিদ্ধান্ত:

১) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে একাডেমীরসকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২)কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
৩) প্রকল্পের নাম "শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমী" নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক এবং ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৪. জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৮৭৩.৫০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৩.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৮৪%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৪৩৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০৭৭.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৮২.৯৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ২৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫২.৯১% (২০২১-২২ অর্থ বছর)।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ভূমি উন্নয়ন: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৯০৫৫ ঘ:মি:-অর্জন ২২৭৬৬১ ঘ:মি: (৮৫%)। খ) সীমানা প্রাচীর মেইন গেট ও গার্ড সেডসহ: লক্ষ্যমাত্রা ২১৫৭ ব:মি:-অর্জন ৫৫০ ব:মি: (৪২%)। গ) প্রশাসনিককাম অনুষদ ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ ব:মি:-অর্জন ৬০০০ ব:মি: (১০০%)।ঘ) ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রে: লক্ষ্যমাত্রা ৪২০০ ব:মি:-অর্জন ৪২০০ ব:মি: (১০০%)। ঙ) সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০ ব:মি:-অর্জন ২৭০০ ব:মি: (১০০%)। চ) সাধারন হোষ্টেল (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ২১৬০ ব:মি:-অর্জন ২১৬০ ব:মি: (১০০%)। ছ) মহাপরিচালকের বাংলো: লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব:মি:-অর্জন ৩৮০ ব:মি: (১০০%)। ঝ) ইউনিট সমূহ (৬টি): লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ব:মি:-অর্জন ১৭৬৪ ব:মি: (১০০%)। ঞ) মসজিদ: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৬ ব:মি:-অর্জন ২৬৬ ব:মি: (১০০%), ওযুখানা-৯০%। ট) বারান্দা: লক্ষ্যমাত্রা ১১৬০ ব:মি: -অর্জন ৪৫০ ব:মি: (৪৮%)। ঠ) রাস্তা/জনপথ: লক্ষ্যমাত্রা ১৪১৫৬ ব:মি:-অর্জন ৭৫০০ ব:মি: (৬৬%)। ড) পানি নিস্কাশন: লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ ব:মি:-অর্জন ৩৬২ ব:মি: (৪৮%)। ঢ) স্কুল ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬২০ ব:মি:-অর্জন ৩১৫ ব:মি: (৬২%)। ডরমেটরী ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৭২৫ ব:মি:-অর্জন ২৪০ ব:মি: (৪৯%)। ণ) ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৭ ব:মি:-অর্জন ১১৩ ব:মি: (৩১%)। ত) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহের: সংখ্যা- ০৭ট-অর্জন-০৭টি (১০০%)। এছাড়া ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।২) চলমান বিভিন্ন স্থাপনা যেমন: স্কুল, ডরমেটরী, ওয়ার্কসপ, রাস্তা, বাউন্ডারী ইত্যাদি কাজ গুণগত মান বজায় রেখে করা হচ্ছে এবং যথা সময়ে কাজগুলো সমাপ্ত হবে। চলতি অর্থ বছরে এডিপি'তে ৪৩৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ। ২য় কিস্তি পাওয়া গেলে দুত কাজ করা হবে। সভাপতি দুটি একাডেমী দ্রুত উদ্বোধনের আশা প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১. নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করে দ্রুত উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৫. সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ টাকা ২৫৩৪.৫৫ লক্ষ, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় টাকা ২৪৬৯.৪১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১.৯১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬১.৩৭%।

২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৩০৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ছাড় হয়েছে টাকা ৩২৬.৭৫ লক্ষ, যেখানে ব্যয় হয়েছে ১১৬.২৩ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৮.৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১২.৫৩%।

সভায় নিম্নরূপভাবে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) চলতি অর্থ বছরে ১১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০টি এলাকা জরীপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।তন্মধ্যে ০৫টি এলাকা (১) বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর; (২) বুড়িপুকুর, চকরিয়া, কক্সবাজার (৩) সেনপাড়া, সিন্দুরমতি সদর, লালমনিরহাট; (৪) গচাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং (৫) মাজিহাট, মিরপুর, কুষ্টিয়া চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ০৩টি সাইট (বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর এবং সেনপাড়া, সিন্দুরমতি সদর, লালমনির হাট এবং গচাপাড়া, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ) এর মূলধন ব্যয়ের ডাউন পেমেন্ট জমা হয়েছে; প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অপর ২টি সাইটের ডাউন পেমেন্ট জমার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ০৩টি উপ-প্রকল্পে ২৪০ জন কে ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ও প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) জুন, ২০২২ এ প্রকল্প শেষ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৬. কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫১০১.৭৩ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০৪৩.৩৬ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৮১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.০৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৭০৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩,৫৩৫.৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১,৪৯৪.৭৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ২১.১৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮%।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ক) ভূমি অধিগ্রহণ: ৮টির মধ্যে ৭টি সম্পন্ন হয়েছে। খ) এপিএম ইউনিট নির্মাণ: **নভেম্বরের শেষে** ৭টির NOA দেয়া হয়েছে এ পর্যন্ত ৬টি সাইটের লেআউট দিয়ে কাজ চলমান রয়েছে। গ) আরডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ঘ) সুবিধাভোগী নির্বাচন: জুলাই-ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬৩০ জন-অর্জন ৬৩০ জন। ঙ) গরু বিতরণ: অর্থ বছরেলক্ষ্যমাত্রা- ৮১০১ টি, জুলাই-ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত বিতরণ ২৬৪৫টি। চ) প্রশিক্ষণ প্রদান: অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৩৬৯৩ জন; জুলাই-ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত অর্জন- ১৯৭০ জন। ছ) সুফলভোগীদের গরুর খাদ্য ও ঔষধ সহায়তা : অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৮৩৮০ জন, জুলাই-ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত অর্জন-২০৯৫ জন। জ) ভূমি উন্নয়ন: ০৭টি সাইটের কাজের জন্য NOA দেয়া হয়েছে। কুড়িগ্রামের উলিপুরে ১টা ইউনিয়নে গরু বিতরণ করা হয়েছে। ১৪টা ইউনিয়নে ৪০০ গরু বিতরণ করতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রকল্প পরিচালকের কাজের প্রশংসা করেন। সভাপতি হিসেবে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয় প্রকল্প পরিচালক-কে সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় গরু ক্রয় কমিটিতে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। এজন্য গরু ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়

মত তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন ও গরু বিতরণ করা সম্ভব হয় না। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন (এপিএম) নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

সিদ্ধান্ত:

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মাধ্যমে গরু বিতরণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র দেয়া হবে।

বাস্তবায়নে: পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা করে গরু ক্রয়সহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক।

১৭.মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৫৮০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০০.০০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১,৪২৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১১৭৮.৫১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৮৪.০৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
গবাদি পশুর মানসম্পন্ন উপকরণ প্রচার ও বিতরণের জন্য ১৯৩ টি ব্যাচে কৃষক প্রশিক্ষণ, ৩৮ টি কৃষক সভা সম্পন্ন করা হয়েছে , যেখানে ৮,৩০২ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে ৪,২৩৮ জন নারী। ২৫৩টি প্রদর্শনী স্থাপন এবং ২৬টি মাঠ দিবস এর আয়োজন করা হয় সেখানে ১,৮১৩ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। ৮টি পোল্ট্রি হ্যাচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেখানে ১২০০ জন মহিলা ৮,০০০ দেশীয় মুরগি পালনের সাথে যুক্ত। গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক এবং নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬০ জনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত হয়েছে এবং আরো ৬০ জনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে।গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালার আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান। ৬টি পোল্ট্রি হ্যাচারীকে সম্পৃক্ত করে ৫০২ জন মহিলাকে দেশি মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪ জন মহিলা ভ্যাক্সিনেটের (মুরগীর জন্য) নিযুক্ত করা হয়েছে। ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) দের ফসল চাষাবাদ সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৭ ব্যাচ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যেখানে ১২৬ ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) উপস্থিত ছিলেন। ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) এর মাধ্যমে ৪৬৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেখানে মোট ১১,৬০০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৬,৬৩৪১ জন নারী। ২০৩ ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (প্রাণিসম্পদ) এর মাধ্যমে ৮৬৭টি কৃষক দল গঠন করেছে যেখানে ২১,৫৯৫ জন কৃষক জড়িত যার মধ্যে ১৩,৬০৫ জন নারী। ৪টি মাইক্রোফিন্যান্স (এনডিপি, এসকেএস, গাক এবং ইএসডিও) এর মাধ্যমে ১,৮১৯ জন কৃষক ও ২৬০ জন উদ্যোক্তার মাঝে সর্বমোট ১০.৩৬ কোটি টাকা মৌসুমী ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। চর ডেভেলাপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)’র ঋণ কার্যক্রম প্রক্রিয়া চলমান। উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান, সিডলিং এর ব্যবসা চরাঞ্চলে জনপ্রিয় করার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ট্রেনিং ও দেয়া হচ্ছে। সভাপতি উৎপাদিত সবজি বিক্রির লিংকেজ তৈরী হয়েছে কিনা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে কাজ চলছে।

সিদ্ধান্ত:

১. লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক।

পল্লীদারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

১৮. আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৬.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ১২৩৫.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১.৭০৮২৪ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.৪৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.৪২%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু হলে সকল অর্থ যথাসময়ে ব্যয় সম্পন্ন হবে।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন ইতোমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পাওয়া গেছে।

২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে স্বাক্ষরিত ১৫টি MoU সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

৩) পুনর্গঠিত ডিপিপি ইতোমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

প্রকল্প এলাকায় ১ম পর্যায়ের ক্রয়কৃত ৩০০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি টুঙ্গিপাড়া, মনিরামপুর, লালমাই, মনোহরগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ভেদরগঞ্জ, গৌরনদী উপজেলার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের জন্য চূড়ান্তকৃত তালিকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী ইতঃমধ্যে মনিরামপুর, গৌরনদী ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সড়কবাতির পোল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি আমাদানিপূর্বক দ্রুত স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া ৪টা উপজেলায় ১৪৪টি পিলার স্থাপন হয়েছে। মালামাল পোর্টে এসেছে। ডিপিপি রি-কাস্ট করে প্ল্যানিং কমিশনে পাঠানো হয়েছে।৩,০০০ সড়কবাতির জন্য ১ম ফেইজে NOA দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে ৩১৫০টি সড়কবাতি স্থাপন করা হবে। ৫টি উপজেলা বাড়ানো হলেও বাতির সংখ্যা বাড়ানো হয়নি।

সিদ্ধান্ত:

১) ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি স্থাপনের টেন্ডার আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩) সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):

১৯. সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১5 হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১০৫৯৩.২৩৭ (জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৯০.৪৫ লক্ষ টাকা(জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.২০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিগণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ভারতের প্রকৌশলীরা প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করছেন। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া গেলে ইন্সটেলশন ও কমিশনিং হবে। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা প্রকল্প পরিদর্শন করে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতি দিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত:

১. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২. মেশিনারীসমূহের ট্রায়ালরান সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৩. পল্লী বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ লাইন স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।

২০. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫৭৩৫.৬৭ (জিওবি: ৪২৪৮.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১৪৮৭.৬৭ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা(জিওবি: ২৬২৭.৬৪ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১১১৯.০০ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৮.১৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.৯৪%।প্রকল্পেরআওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

৩৮ শতাংশ জমি জানুয়ারীর শেষে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। মেশিনারীজ ১ম লটে এসেছে। মালামাল ছাড়করণ হলে Post Landing ইন্সেপেকশন করা হবে। সি এন্ড এফ এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পোর্টেই ইন্সেপেকশন এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।প্রকল্পের অনুকূলে ৬০৬.০০ লক্ষ টাকা থোক হতে বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম বিভাগে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২)১ম লটের মেশিনারীজসমূহ পরিদর্শন সম্পন্ন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চতকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কার্যকর ও নিয়মিত মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।

৪) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৫) আমদানীকৃত মেশিনারীজসমূহ এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইঅন্তে গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

২১. বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে্। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩৩০১.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২০.২১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২০.৫৯%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৫২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৮.৯৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৩.৬৯%। বাস্তব অগ্রগতি ১.০৬ ০%(অর্থ বছরের)। প্রকল্প পরিচালক জানান আগামী ২০.০১.২০২২ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রকল্পের আওতায়২০২১-২২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

ক) উচ্চ ফলনশীল জাতের অস্ট্রেলিয়ান জাম্বু ঘাসের বীজ সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে সমবায়ীদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এলাকায় ঘাস চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে; খ) প্রাণি টিকা ও ঔষধ এবং বীজ (হিমায়িত সিমেন) সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে প্রাণিটিকা ও হিমায়িত বীজ প্রদানের ফলে গর্ভ ধারণের জন্য ৭৭৯ টি গাভীকে সময়মতো কৃত্রিম প্রজনন করানো সম্পন্ন হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:১) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ও অন্যান্য সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:

১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (সমবায় অধিদপ্তর):

সভায় জানানো হয় যে, গত ১১.০২.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

২. মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) (বিআরডিবি):

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৪. বঙ্গবন্ধু আত্মনির্ভরশীল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৫. লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্রদ্রের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৬. বৃহত্তর দিনাজপুর- রংপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯-জুন, ২০২৪) (মিল্ক ভিটা):

প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের বিষয়ে ২৩.০৯.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক মিল্ক ভিটা গত ৫ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব, বিগত ২ বছর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিগত ৫ বছরের অডিট রিপোট তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত পত্রের ছায়ালিপি মিল্ক ভিটায় প্রেরণ করা হয়েছে। মিল্ক ভিটা হতে প্রস্তাবনা পাওয়া যায় নি।

অর্থায়নের ধরণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২)প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব

প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৭. রূপকল্প: ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর,, ২০১৮ হতে জুন,২০২২) (এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৮. করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা (নভেম্বর, ২০২০-জুন, ২০২৩) (এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স কাম অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কে শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)(এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, এসএফডিএফ হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি। ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

১০. টেকসই কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা):

সভায় জানানো হয় যে, জনবলের প্রস্তাব গত ১০.০১.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

১১. গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপিতে কিছু অংসগতি সংশোধনের জন্য পুনরায় বার্ড, কুমিল্লাতে ফেরত দেয়া হয়। এখনও পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

১২. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) (পিডিবিএফ):

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১.০৮.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। থার্ড পার্টি ফার্ম এর মাধ্যমে Feasibility Study করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় প্রকল্পটির অর্থায়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমেFeasibility Study করতে হবে।

৩)প্রকল্পটির অর্থায়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্তের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৩.শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (আরডিএ, বগুড়া):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের মাচনা ও ঠটে কামালপুর মৌজায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে এ বিভাগ হতে ০৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়াকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া গেছে। পরিবেশের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরে আগের একাডেমীগুলোর ডিজাইন দেখিয়ে ডিজাইন অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১)পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।

১৪. বাপার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬) (বাপার্ড):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাপার্ড।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্প :

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪০০.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি চলতি ডিসেম্বর, ২০২১ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯৮.০৯ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৫২২% এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৫১৭টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ আগস্ট, ২০২০ মাসে সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫২২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং এমওইউ স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান ডিসেম্বর ২০২১ প্রকল্প শেষ হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) সড়কবাতি মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) স্বাক্ষর করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১২৯টি সৌর বিদ্যুতায়তি সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোটি বরাদ্দ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১৪ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা যা মোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৬৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯১%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়ছে মোট ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের

৩২.৮৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮% (অর্থ বছরের)। প্রকল্পটির মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৩৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত ১০৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৩৯%। মেইনটেন্যান্স এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ(MoU)স্বাক্ষর করা ও অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, প্রকল্পের আওতায় ১২৯টি সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করতে হবে।ইতোমধ্যে লাগানোর ১০৫টি স্থাপন করা হয়েছে, অবশিষ্ট রয়েছে ২৪টি যা শীঘ্রই স্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)মেইনটেন্যান্স এবং সম্পদ হস্তান্তর এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ(MoU)স্বাক্ষর করতে হবে।

৩) ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সৌরবাতি রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের সৌরবাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৫) অবশিষ্ট সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৩.গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমণ হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২১.৯০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২৪.৩৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩%। প্রকল্পের আওতায় ৩৭৩ টি এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩ এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২২ এ শেষ হবে।প্রকল্প পরিচালক জানান এ পর্যন্ত ২২২টি লাইট স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই শেষ হবে।

সিদ্ধান্ত:কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মুল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা সম্পন্ন করে দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে।প্রকল্পের কাজ চলমান। সচিব মহোদয় অদ্যাবধি ঠিকাদার নিয়োগ না দেয়ার বিষয়টি জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, ০৩ (তিন) জন ঠিকাদারকে প্রস্তাব দাখিলের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ডকইয়ার্ড সম্মতি দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ১.কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২. দ্রুত যথাযথ প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে কার্যাদেশ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৫. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উক্ত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। এছাড়া ১ম কিস্তি বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকাঅর্থ ছাড়ের বিষয়েবাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।প্রকল্প পরিচালক জানান ২০২৩ এ মেয়াদ শেষ হবে। প্রকল্পের ১ম কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২)অর্থ ছাড়ের বিষয়েবাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফও প্রকল্প পরিচালক।

৬. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে "গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণকমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মূল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) জারী করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদন করে দ্রুত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত:১) সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয়ে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বিবিধ:

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে সমস্ত ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলোর পিইসি সভার জন্য সংস্থা প্রধানগণ পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করবেন। অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান ও বাজেট) বলেন, ৩ বছরের বাজেট প্রজেকশন যে সব সংস্থা দেননি অদ্যই তা প্রেরণ করতে হবে।

সভাপতি দুগ্ধ ঘাটতি প্রকল্পে ঝিনাইদহের ২টি উপজেলা ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলা অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা দেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বাপার্ডের উদ্বোধনের বিষয়ে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত বাপার্ড গেইট ও বাউন্ডারীর কাজ শেষ। অফিসার্স কোয়ার্টার ও হোস্টেলের বৈদ্যুতিক সংযোগ বাকী। হ্যাচারীতে গ্রীল লাগানো বাকী।

বিবিধ সিদ্ধান্ত:

১) সবুজ পাতা ও সাদা পাতায় নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য সময় নির্ধারণ করে অফিস আদেশ জারী করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পরিকল্পনা-১ শাখা।

২) নতুন প্রকল্প আগামী সভায় উপস্থাপন করে অনুমোদন নিতে হবে।

৩) চলমান প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি দৃশ্যমান হতে হবে।

৪) আগামী ২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে বাপার্ডের উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাপার্ড ও প্রকল্প পরিচালক

বাস্তবায়নে: সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান।

৬.০। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১.১০

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪২৮
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৩) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৪) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৫) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বার্ড
৭) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৮) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
১১) প্রধান, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১২) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
১৪) মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
১৫) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৭) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৮) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৯) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২০) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৪) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৫) সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৬) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২৭) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

২৮) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

২৯) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩০) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১ , মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

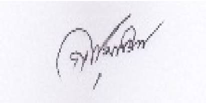

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা
উপসচিব